বর্তমান সরকারের ৪(চার) বছরের সাফল্য চিত্র।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়:

প্রশাসন-১শাখা:

ক্রমিক	কর্মকাণ্ডের বিষয়	৪(চার) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমান	গুণগত	কাঠামোগত		
১.	জনবল নিয়োগ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)	০২(দুই)জন	-	-	১০০%	-

প্রতিষ্ঠান শাখা:

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্রমিক	কর্মকাণ্ডের বিষয়	০৪(চার) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
১.	বিসিএস ক্যাডারসহ সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/ আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য এক শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে;				১০০%	
২.	বিসিএস ক্যাডারসহ সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/ আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সেই কোটা থেকে এক শতাংশ যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হবে;				১০০%	
৩.	"বিসিএস ক্যাডারসহ সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও কর্পোরেশনের চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।"				১০০%	
৪.	"সরকারী শিশু পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা থেকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;				১০০%	
৫.	অটিস্টিক শিশুকিশোরদের পুনর্বাসন ও মূলধারায় একীভূত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, ঢাকায় একটি অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে।				১০০%	

১. প্রতিষ্ঠান অধিশাখাঃ

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্রমিক	কর্মকাণ্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমানগত	গুনগত	কাঠামোগত		
১.	গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন বাতিল।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৬২৫১ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন বাতিলের অনুমোদন দেয়া হয়। সমাজসেবা অধিদফতর থেকে এপর্যন্ত ৬০৩৯টি সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।				
২.	"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১' প্রণয়ন।		"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন,১৯৪৩' রহিত করে "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১১ সনের ১৫ নম্বর আইনরুপে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।		১০০%	
৩.	"শিশু আইন, ১৯৭৪' রহিত করে নতুন শিশু আইন প্রণয়ন।		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সনে প্রণীত শিশু আইনটি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এর আলোকে যুগোপযোগী করে "শিশু আইন, ২০১০' এর খসড়া প্রণয়ন করে। খসড়াটি ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে খসড়া আইনটি নীরিক্ষার পর কতিপয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণসহ পুনরায় খসড়া আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। নীরিক্ষা কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর এবিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।			
৪.	"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন,২০১২' (খসড়া) প্রণয়ন।		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১' জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদের আলোকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন,২০১২' শিরোনামে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কতিপয় মন্ত্রণালয়ের মতামত সংগ্রহ করে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে।			
৫.	প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন।		প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। যা জানুয়ারি ২০১০ সনে প্রকাশিত হয়।		১০০%	
৬.	"অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি ও অন্যান্য স্নায়বিকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে জাতীয় ট্রাস্ট আইন, ২০১২' (খসড়া)			সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি ও অন্যান্য স্নায়বিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে জাতীয় ট্রাস্ট আইন, ২০১২ শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।		

সমাজসেবা অধিদফতর:

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্র: নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	৪(চার) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
০১.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।	বিগত চার বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ করে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজারে এবং ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।		ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ করে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৮৬ হাজারে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।		ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ করে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ১৮,৬২০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। উপবৃত্তির হার: প্রাথমিক স্তর-৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর-৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০ টাকাও উচ্চতর স্তর-১০০০ টাকা।	উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।	বিগত চার বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ করার নিমিত্ত ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৫.	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৯১,৬০১টি পরিবারের মধ্যে ৭৮ কোটি ৫০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	এ কর্মসূচির আওতায় এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেকেই ঋণ গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন।	কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করে এপ্রিল ২০১০ হতে নতুন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৬২%।	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫২৭৩টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৮৯ টাকা বেশী পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
০৬.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস)	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় ৩,৭০,১২০টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৪৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	আরএসএস কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৯৪%।	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১,৭৯,৮৩৭টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ৪১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বেশী বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।

০৭.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(ইউসিডি)	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(ইউসিডি) এর আওতায় ১২,০৭৫টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) বাস্তবায়নের ফলে শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৮%।	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণের ফলে শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে।
০৮.	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম(আরএমসি)	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম(আরএমসি) এর আওতায় ৪৯,৪৮৫টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি) বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৮%।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি)এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণের ফলে গ্রামের অসহায় ও বিপন্ন মহিলাগণ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।
০৯.	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম	• হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৩,৪৯,৩৭৪ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। • দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৫০৯টি সরকারি, বে-সরকারি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গঠিত রোগী কল্যাণ সমিতিকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।	• হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে ৪২০টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। • হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম যুগোপযোগী ও গতিশীল করার জন্য “হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা” অনুমোদন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪২০টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
১০.	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ৮২৫ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদানসহ সমাজে পুনরায় একীভূত করা হয়েছে।	কারাগারের অভ্যন্তরে কারাবন্দিদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, বাঁশবেত, গামছা বুনন, ঠোংগা তৈরীসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।	আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ৭৭১২ জনকে সমাজে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।		
১১.	ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৬টি ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১৯০০ আসনে ৪২৪জন নিবাসী রয়েছে। কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	ভবঘুরে ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮২২ জনকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত “ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১” প্রণয়ন করা হয়েছে।	--	কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
১২.	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১৯৬১ সালে স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ১৯৬১ অধ্যাদেশের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর হতে বিগত চার বছরে ৬৪ জেলা হতে ৮১৩৭টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।	যে সকল সংস্থা নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজে লিপ্ত ছিল সে সকল সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ৬০৩২টি সংস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং ৪৮৩০টি সংস্থা বিলুপ্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫,০০০/- থেকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণের কার্যক্রম	--	সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

				চলমান।		
১৩.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৪৫১ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ২০১০-২০১১ বছরে ৩৪৯ জন কর্মকর্তাকে এবং ২০১১-২০১২ বছরে ৩৮৪ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১০২৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মচারীদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মচারীগণ তাদের প্রশিক্ষনলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১ সালে ৬টি কোর্সের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৪৬ জন কর্মচারীকে এবং ২০১২ সালে ১১টি কোর্সের মাধ্যমে ৩৮৪ জন কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা ২০০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে **"ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান"** শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে একই দিনে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। জরিপকৃতদের ডাটাবেইজ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ, বরিশাল, জামালপুর এবং ঢাকা জেলার প্রত্যেকটিতে ৫০০ জন করে মোট ২০০০ ভিক্ষুকের পুনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে।	পুনর্বাসনে আগ্রহীদের রিক্শা, ভ্যান ইত্যাদি উপকরণ প্রদান ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।	কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত হবে।	৬০%	

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমঃ (ক) শিশু বিষয়ক

১৬.	সরকারি শিশু পরিবার	৮৫ টি(ছেলে ৪৩ টি, মেয়ে ৪১ টি এবং মিশ্র ১ টি) সরকারি শিশু পরিবারে ১০৩০০টি আসনে নিবাসী সংখ্যা ৯৪৩৫ জন। নিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	এতিম দু:স্থ শিশুরা সরকারি শিশু পরিবারে শিক্ষা, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে শৃঙ্খলিত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারিভাবে প্রতিপালিত নিবাসীদের মধ্যে ৫৭২০ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
১৭.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত ৩,৩১৭টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ৫২,৬৫০ জন নিবাসীকে ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে।	সরকারের পাশাপাশি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবন্ধনকৃত ৪২২৪টি বেসরকারি এতিমখানা এতিম শিশুদের প্রতিপালন করে সমাজ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পচ্ছে।	১,৯৮,৫৪০ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ক্যাপিটেশন বরাদ্দ ৭০০/- টাকা হতে ১০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
১৮.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬ টি ছোটমণি নিবাসে ৬০০ টি আসনের মধ্যে ২৪০ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীদের কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ১৩০ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'ছোটমণি নিবাস' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
১৯.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রে (আজিমপুর, ঢাকা) ৫০টি আসন ৫০ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ১২৫০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৭৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ৭৫০/- টাকা হতে ১২৫০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২০.	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৩টি। ৭৫০টি আসনের মধ্যে ৫৩৪ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৮৭০ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম: (খ) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক						
২১.	সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৪টি আসনের মধ্যে বর্তমানে ৩০৭ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৮২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২২.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫ টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৩৪০ টি আসনের মধ্যে ১৯৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৮৫৮ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৩.	বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৭টি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৬২০ টি আসনের মধ্যে ৩৮৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৭৭২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	---	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২৪.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১ টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫০ টি আসনের মধ্যে ৮ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৪৪ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৫.	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১৫ টি আসনের মধ্যে ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ২১৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৬.	মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান	১ টি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান ৫০ টি আসনের মধ্যে ৪৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৩১ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম: (গ) সংশোধনী বিষয়ক কার্যক্রম						
২৭.	কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	৩ টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৫০০ টি আসনের মধ্যে ৪৩৫জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অপরাধমুক্ত ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ৩৭৭৪ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৮.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬ টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৬০০ টি আসনের মধ্যে ২৩৯ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ২৬২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৯	সেফ হোম	৬ টি সেফ হোম ৩০০ টি আসনের মধ্যে ৩৮৮ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় নিজেদের অধিকার করে নিরাপদ আবাসনের সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের চার বছরে ২৪৩৪ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সেফ হোম কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	৪(চার) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
৩০.	সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর সম্পুর্ন অর্থ জিওবি খাতের। প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯ থেকে শুরু হয়ে জুন/২০১০ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ক. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৭৫০০ জন চা শ্রমিকদের মাঝে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৬ হাজার ১০০ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৫০,০০০ জন লিল্লাহ্‌বোর্ডিং ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০০ টাকা হারে মোট ৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের জন্য ১০০০ টাকা হারে মোট ১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঘ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৪৩টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্তে মোট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঙ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০০ জন ক্যান্সার রোগীদের মাঝে ৫০০০০ টাকা হারে মোট ৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	বছরের তিন মাস চা শ্রমিকগণ বেকার থাকেন ঐ সময় তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা হয়েছে। লিল্লাহ বোডিং ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করায় জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।	দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটির ১০০% কাজ জুন ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। লিল্লাহ বোডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।
৩১.	সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর সম্পুর্ণ অর্থ জিওবি খাতের। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ থেকে শুরু হয়ে জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ক. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১০০০০ জন চা শ্রমিকদের মাঝে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০০ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০০ জন লিল্লাহবোর্ডিং ছাত্রদের মাঝে ১০০০ টাকা হারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের জন্য ১০০০ টাকা হারে মোট ১৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঘ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮৭টি বিভিন্ন ধর্মীয়	বছরের তিন মাস চা শ্রমিকগণ বেকার থাকেন ঐ সময় তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা হয়েছে। লিল্লাহ বোডিং ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করায় জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।	দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে		প্রকল্পটি গত অর্থ বছরে ৫৫% অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, চলতি অর্থ বছরে ১০০% অর্জিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। লিল্লাহ বোডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।

		প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্তে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত ৭২ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঙ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬০০ জন ক্যান্সার রোগীদের মাঝে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে মোট ৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।				
৩২.	শেখ জিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৫৩৩.৮৪ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৬৯৩৮.০২ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৪৫৯৫.৮২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০১০ থেকে ডিসেম্বর/২০১২ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজের দারিদ্র জনগণ বিশোষায়িত বিশেষত: মহিলা শিশু, অটিস্টিক, এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ। গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্স তৈরীর জন্য একটি আধুনিক নার্সিং কলেজ স্থাপন। কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র ও দু:স্থ রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা।	৫০৫৭২ ব:মি: বিশিষ্ট ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল এবং গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্সদের আধুনিক কলেজের অবকাঠামো এবং ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।	৯০%	প্রকল্পটি গত অর্থ বছরে ৫৯% অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ১০০% অর্জিত হয়েছে। প্রকপ্লটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজের দারিদ্র জনগণ বিশেষত: মহিলা শিশু, অটিস্টিক, এবং প্রতিবন্ধীদের কমপক্ষে ৩০% রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হবে।
৩৩.	Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৮০.৯৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ১০২১.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই/২০১১ থেকে জুন/২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত	ক) নারী ও শিশু উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ উন্নত পরিবেশে বাস্তবায়ন; খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের পরিবারের আয়বৃদ্ধি ও স্বনির্ভর করে তোলা; গ) প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঝঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; ঘ) মহিলাদের স্বাস্থ্য, সামাজিক, আইনগত এবং সমসাময়িক বিষয়ে মহিলাদের জনসচেতনতা সৃষ্টি; ঙ) অনগ্রসর মহিলাদের বিনামূল্যে ভকেশনাল ট্রেনিং প্রদান, স্বাক্ষরতা কর্মসুচী, কম্পিউটিং ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদান ও তাদেরকে কর্মজগতে অন্তর্ভুক্ত করা; চ) সেবিকাদের উন্নত আইটি প্রশিক্ষণ এবং প্রফেশনাল দক্ষতা বৃদ্দির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ছ) পারিবারিক আইন ও পাঁচার রোধে আইনী সহায়তা প্রদান।	৬২২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৫তলা ভবন (২টি বেইজমেন্ট) নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।	৭০%	প্রকল্পটি গত অর্থ বছরে ৫২% অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ১০০% অর্জিত হয়েছে।
৩৪.	Expansion and Development of PROYASH at Dhaka Cantonment	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৬১.০৭ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ৩০৯৪.৬০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ২০৬৬.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।	ক) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত প্রয়াসের বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; খ) যে সকল শিশু ও যুবদের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথ উন্নয়ন; এবং গ) যে সকল শিশুদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন তাদের বিষয়ে সচেতনতা এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবারের সাথে পুনর্বাসন করা।	অটিজম এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ।	৫০%	প্রকল্পটির অবকাঠামোর কাজ গত অর্থ বছরে ৪০% অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ১০০% সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩৫.	ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল (সংশোধিত)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ৯১২.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০০৯ হতে শুরু হয়ে জুন, ২০১২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।	মা ও শিশুদের চিকিৎসার মান উন্নয়ন। প্রসূতি সেবা ও নিরাপদ সন্তান প্রসব সেবার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু, নবজাতক মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা। প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি। ৩০% গরীব রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দান। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণ।	প্রকল্পটি ৮তলা ভিত্তের উপর ৪তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটির ১০০% কাজ জুন ২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে। ।
৩৬.	ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সমপ্রসারন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ শক্তিশালীকরণ	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ২২৯৫.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ১২৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ মাসে শুরু হয়ে জুন, ২০১১ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।	মুমুর্ষ রোগীদের জন্য জরুরী কেয়ার ইউনিট গঠন করা, গর্ভবর্তী মা ও অতি ঝুকিপূর্ণ নবজাতকের জরুরী চিকিৎসার জন্য পৃথক ওয়ার্ড তৈরী করা, বিদ্যমান ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবারহের মাধ্যমে অপারেশন থিয়েটারকে উন্নীতকরণ, রোগ নির্ণয় ও আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, হাসপাতালে আগত ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।	হাসপাতাল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটির ১০০% কাজ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৭.	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর বহির্বিভাগ, পরীক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্প্রসারণ (সংশোধিত)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭৪.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ১০৮১.২০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৯৯২.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ হতে শুরু এবং জুন, ২০১১ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।	কার্ডিয়াক রোগীদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, বহিঃবিভাগ চালু। কালার ডপলার, ইকো, এক্সরে, ইটিটি, আলট্রাসনোগ্রাম, প্যাথলজি ইত্যাদি পরীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা। কার্ডিয়াক রোগীদের পুনর্বাসন করা। কার্ডিও ভাসকুলার রোগের সঠিক পরিমাপ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা। ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।	প্রকল্পটি ৯০০০ বর্গমিটার (৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ) একটি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ ৪র্থ তলা ভবন নির্মাণ হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটির ১০০% কাজ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৮.	সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (সংশোধিত) (স্কার)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৮৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ৮৮৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য জিওবি ৮৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	শিশু আইন-১৯৭৪ অনুসারে শিশূদের মনোসামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করা। পথ শিশুদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করা। এতিম এবং পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করন।	--	২০%	প্রকল্পটির কাজ গত অর্থ বছরে ১৫% সমাপ্ত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১০০% সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনঃ

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন (২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমানগত	গুনগত	কাঠামোগত		
১.	(ক) **প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি ঃ** দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ প্রদান ও প্রয়োজন মোতাবেক অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি জেলায় সরকারি অর্থায়নে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, ময়মনসিংহ (ভালুকা), জামালপুর, কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) ও মানিকগঞ্জ (সিংগাইর)। ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। এসব কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের পাঁচটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ আরও ১০টি জেলায় সরকারি অর্থায়নে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট (মোড়েলগঞ্জ), কুড়িগ্রাম (ফুলবাড়ি), রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ (চুনারুঘাট) ও কুমিল্লা (বরুড়া)। পরবর্তীতে উক্ত কেন্দ্রসমূহের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের পনেরটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ সরকারি অর্থায়নে আরো ১০টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে-নোয়াখালী, নারায়নগঞ্জ, পিরোজপুর, টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), শেরপুর, রুপসা (খুলনা), টাঙ্গাইল, রাঙ্গুনিয়া (চট্রগ্রাম), ফরিদপুর ও সিলেট। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় বাস্ড়বায়নাধীন 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১০টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে- রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নাটোর, নীলফামারি, যশোর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, শরীয়তপুর, বান্দরবান। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের ২৫ টি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ আরো ২৩ জেলা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ড় দেশের মোট ৩৫টি স্থানে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের আরো ৩৩টি স্থানে উক্ত কেন্দ্র চালু করার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত ৩৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে এ যাবৎ ১,২৫,০০০ জন বিভিন্ন ক্যাটারির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ও প্রয়োজন মোতাবেক অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসমূহে কর্মরত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড লেঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি সহকারী, টেকনিশিয়ান-১, টেকনিশিয়ান-২ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এসব সেবার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের পথ সুগম করাসহ তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূতকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।		১০০%	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সংখ্যা ২০টি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

	জেলা/উপজেলাগুলো হচ্ছে-বিভাগীয় সদর (চট্টগ্রাম ও খুলনা), গাজীপুর, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার, নওগাঁ, পাবনা, বগুড়া, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, ভোলা, চুয়াডাংগা, হবিগঞ্জ (মাধবপুর উপজেলা), ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ। চলতি অর্থ বছরে এ বাবদ ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরও ১০টি জেলায় উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ড় সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় প্রায় ১,২৫,০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির উক্ত কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।					
	(খ) 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪/১১/২০০৮ অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৪৮০.৪৯ লক্ষ টাকা। এর সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্প সাহায্য। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ১/১২/২০১১ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ঃ জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৪। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১০টি জেলায় ১০ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় আরো ১০ টি জেলায় ১০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এসব কেন্দ্রের আওতাভূক্ত দূর দূরান্তের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্রস্থ সার্ভিসসমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০টি মোবাইল ভ্যান ক্রয়/সংগ্রহের কার্যক্রম বর্তমানে চলছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম হচেছঃ ● প্রকল্প অফিস এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জনবল নিয়োগ ● দেশের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক হাল চিত্রের উপর ডেস্ক রিভিউ ● প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ● শিক্ষা সফর ইত্যাদি।	প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে এ পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ হাজার বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী মানুষকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পন্নকৃত শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারি বাজেটের আওতাধীন ২৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ইতোমধ্যে অটিজম কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সেরও আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'Autism and Developmental Disorder Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	প্রকল্পভূক্ত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসমূহের সেবার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, পুনর্বাসন, অংশগ্রহণ ও একীভূতকরণের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।		১৭%	প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে ১০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অটিজম কর্ণার চালু করা হয়েছে।

	(গ) **কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল ঃ** অনেক কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন যারা কাজ করার সুযোগ পেয়েও শুধুমাত্র থাকার জায়গার অভাবে ঢাকায় এসে চাকুরীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ঢাকা মহানগরে ১৬ আসন বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ হোস্টেল এবং ১২ আসন বিশিষ্ট ১টি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে।	কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ মোট ২০০ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মানুষকে বিনামূল্যে হোস্টেলের সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে যা অব্যাহত আছে।	কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মানুষের সুবিধার্থে হোস্টেল ২টির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের পথ সুগম করাসহ তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূতকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।		১০০%	কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেলের গরীব নিবাসীদেরকে ফাউন্ডেশনের তহবিলের আওতায় সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
	(ঘ) **অটিজম রিসোর্স সেন্টার ঃ** জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২-৪-২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। কনসালটেন্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ৪৫০ জন অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে, যা অব্যাহত আছে। এছাড়া এ সেন্টারের আওতায় রেজিষ্ট্রিকৃত অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়মিত Home Based Interventionও প্রদান করা হচ্ছে।	অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে অটিজমের শিকার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ড় শিশুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অটিজমের শিকার শিশুদের চাহিদা বা আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য মজার মজার ছবি এবং অনুষ্ঠান বা মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে এসব শিশুরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা লাভে সক্ষম হয়ে উঠছে। এছাড়া এ সেন্টারের মাধ্যমে স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, অকুপেশনাল এবং ফিজিক্যাল থেরাপির ব্যবস্থা সহ আক্রান্ড় শিশুদের অভ্যাসগত আচার আচরণ বিশেণ্ডষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।		১০০%	অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে হোম বেইজড ইন্টারভেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
	(ঙ) **অটিস্টিক স্কুল ঃ** জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে।	১৫টি দরিদ্র পরিবারের ১৫ জন অটিজমের শিকার শিশুকে অটিস্টিক স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।	অটিস্টিক স্কুলের আওতায় পরিচালনাধীন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুলে বর্তমানে অধ্যয়নরত অটিস্টিক শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন থেরাপি গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।		১০০%	অটিস্টিক স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দকে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
	(চ) **প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯ ঃ** অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ‘প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯’ প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৪৮ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল এর যথাক্রমে ৪৬৩ ও ৭৫ মোট ৫৩৮ জন শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা ফেব্রুয়ারি, ২০১০ মাস থেকে সরকারিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ বাবদ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দের পরিমান প্রায় ৬ কোটি টাকা।	প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ জারী হওয়ার পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ইনক্লুসিভ স্কুলসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে উদ্যোগ ও প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এবং এর মাধ্যমে সুইড বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসমূহের ৭৬৯৮ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের ১৩০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। সুইড বাংলাদেশ এর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিম্নবর্ণিত শ্রেণীভিত্তিক	প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ জারী হওয়ার পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ইনক্লুসিভ স্কুলসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে উদ্যোগ ও প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এবং এর মাধ্যমে সুইড বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসমূহের ৭৬৯৮ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের ১৩০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে।			২০১১ সনে গ্রীসে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক সামার গেমস’এ অংশগ্রহণ করে সুইড বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ ২৯টি স্বর্ণ পদক, ১২টি রৌপ্য পদক ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে।

ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে ঃ

(১) মা ও শিশু শ্রেণী (বয়স ঃ ৫-৭)
(২) শিশু শ্রেণী (বয়স ঃ ৮-১০)
(৩) বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী (বয়স ঃ ১১-১৪)
(৪) বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ শ্রেণী (বয়স ঃ ১৫-২০ ও তদূর্ধ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম)
(৫) অতি গুরুতর/গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের এ্যাকটিভিটি শ্রেণী।

বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি উক্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করছে। এরই ফলশ্রুতিতে তারা বিশ্ব-স্পেশাল অলিম্পিকস'এ স্বর্ণ পদক জয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করছে।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এর আওতায় বর্তমানে নিম্নরুপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ঃ

কর্মসূচি	**উপকারভোগীর সংখ্যা (২০০৯-২০১২ পর্যন্ত)**
শিশু বিকাশ ক্লিনিক	১৭৪২
ক্লিনিক্যাল নিউরো সায়েন্স সেন্টার	৩১৭৪
বিশেষ শিক্ষা	১১৭৪
একীভূত শিক্ষা	৬৫৪১
সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রম	৪০৭৫০
কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৪৬
ইনক্লুসিভ কর্ম নিয়োগ (ইনক্লুসিভ এমপণ্ডয়েমন্ট)	২৬
বিশেষ শিক্ষা ইন্সটিটিউট	১১৭
দক্ষতা উন্নয়ন	১৮৯
গবেষণা ও প্রকাশনা	০৬

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে গ্রীসে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকস গেমসে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের শিক্ষার্থীবৃন্দ ৪টি স্বর্ণ পদক ও ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে উক্ত গেমস'এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের শিক্ষার্থীবৃন্দ ৪টি স্বর্ণ পদক ও ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

	(ছ) **প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স ঃ** প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে একটি প্রতিবন্ধী কমপে-ক্স নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপিতে ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, আইসিটি, ফিজিওথেরাপি, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়ন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়ন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।				প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ সংক্রান্ত ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
	(জ) **ক্রীড়া কমপ্লেক্স ঃ** বিদেশের মাটিতে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদগণ কর্তৃক অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং সর্বপরি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে ২০১২ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে বন্দোবস্তকৃত জমি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ফাউন্ডেশনের নামে উক্ত জমি জমা খারিজ করা হয়েছে।				প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্সের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে।
	(ঝ) ঋণ ও অনুদান ঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুকূলে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সিডমানির আওতায় ঋণ ও অনুদান বাবদ যথাক্রমে ৪৭,০৫০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) এবং ৮৯,৪৫০০০/- (উননব্বই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সিডমানির আওতায় বিনিয়োগকৃত/বিতরণকৃত ঋণ ও অনুদান এর মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩৮০টি বেসরকারি সংস্থার আওতাধীন আনুমানিক ১০০০০ প্রতিবন্ধী মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ঋণ ও অনুদান কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগী প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের পথ সুগম হয়েছে।		১০০%	ফাউন্ডেশনের সিডমানির আওতায় পুনরায় ঋণ ও অনুদান কর্মসূচি চালু করার কাজ বর্তমানে চলছে।
	(ঞ) ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস ঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিগত ০২/৪/২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে এ সার্ভিসের আওতায় প্রান্তিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় থেরাপি সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।	ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিসের আওতায় ২০১০ সন হতে এ যাবৎ প্রায় ২০০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোড় গোড়ায় ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং ইত্যাদি সহায়তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।		চলমান কর্মসূচি	বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিলের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০টি মোবইল ভ্যান ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

	(ট) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সন হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উলে-খযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে- 'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন', 'অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স' Behaviour Modification and Picture Exchange Communication System (PECS), Autism and Development Disorder Management, In Service Training on Neurodevelopment, Autism and Audiology in Children ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ ৫০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা কার্যকরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।		চলমান কর্মসূচি	

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারঃ

১	২	৩			৪	৫
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	০৪ (চার) বছরের অর্জন (২০০৯- ২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমানগত	গুনগত	কাঠামোগত		
১	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার নিবাসীর সংখ্যা	২০০	২০০ জন অনাথ এতিম শিশু মেয়েদের লালন-পালন,লেখা-পড়া, পুনর্বাসনসহ, কারিগরি, সেলাই এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে।	নিবাসীদের থাকা-খাওয়া ও আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।	১০০%	
২	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের নিবাসীর সংখ্যা	২০০	২০০ জন অনাথ এতিম শিশু মেয়েদের লালন-পালন,লেখা-পড়া, পুনর্বাসনসহ, কারিগরি, সেলাই এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে।	নিবাসীদের থাকা-খাওয়া ও আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।	১০০%	
৩	দোকান ভাড়া বৃদ্ধি	৫৯টি দোকান	২৫/- হারে প্রতিবর্গফুটের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে	ট্রাস্ট উপকৃত হচ্ছে।		১৫/- হারে প্রতি বর্গফুট ছিল
৪	বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি	১২টি ফ্ল্যাট ৬টি ফ্ল্যাট	৫৩,৭০০/- ৪৭,৮৫০/-		১০০%	৪৪,৭৫০/- ৩৯,৮৭৫/-
৫	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ২০০৯-২০১২ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাট		১,০৬,১৪,৯৮১/- (১১৩৬জন নিবাসীর জন্য বরাদ্দকৃত)		১০০%	৩৮,৯২,৮০০/- (৫৬১জন নিবাসীর জন্য বরাদ্দকৃত)
৬	আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	১,০০,০০০/-		বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে	১০০%	
৭	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে	৪টি কম্পিউটার	নিবাসীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে	নিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে	১০০%	
৮	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।	৩টি সেলাই মেশিন	নিবাসীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে	নিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে	১০০%	

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদঃ

(১)	(২)	(৩)			(৪)	(৫)
ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	৪(চার) বছরের অর্জন(২০০৯-২০১২)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১.	স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুদান বিতরণ	১০৯৮৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০,৩১,৬৮,৫০০/-টাকা এবং ১২৮৪৩জন প্রতিবন্ধী/দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে ৪,৯০,১১,৪০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	১। উপকারভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধিসহ সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ২। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে দুঃস্থ ও গরীব রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার সুযোগ লাভ করেছে। ৩। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধা বঞ্চিত ও গরীব জনসাধারণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।	-----	১০০%	
২.	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণের জন্য 'সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ (মানব সম্পদ উন্নয়ন)	৬৯টি কোর্সের মাধ্যমে ১৮০৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১৮০৬ জন প্রতিনিধি/সমাজকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীগণকে জনকল্যাণমূখী উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতর করে গড়ে তোলা। ২। স্যানিটেশন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ।	-----	৮৭.২৫%	